ভোট প্রার্থীদের প্রশ্ন করুন, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁরা কি লড়বেন

বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ (সংশোধনী) ২০১৮ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ১৯ মার্চ বিক্ষোভ দেখায় বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চোধুরী বলেন, লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে। বিভিন্ন সংসদীয় দলের প্রার্থীরা উন্নয়নের বহু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। সেই প্রতিশ্রুতির উদ্দাম কলরবের মাঝে বোরো চাষের সময়ে বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়ায় চাষির বুকফাটা কান্নার শব্দকে আমরা হারিয়ে যেতে দেব না। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি বিদ্যুতে ৪ টাকা ৭৫ পয়সা প্রতি ইউনিটের দাম। আবার পিক আওয়ারে ৭ টাকা ৪৮ পয়সা প্রতি ইউনিটে দিতে হয়। অথচ ভারতবর্ষের মধ্যে তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, পাঞ্জাব রাজ্যে কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে। হরিয়ানাতে ১২ পয়সা প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম। আমরা যেমন সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, সাথে সাথে আমরা ভোট প্রার্থীদের কাছে জানতে চাইব তাঁরা জয়লাভ করার পর কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করবেন কি না।

দিল্লীতে বসবাসকারী একজন গৃহস্থ বিদ্যুৎ গ্রাহক প্রথম ১০০ ইউনিটের দাম দেন ১৪৫ টাকা, অন্ধ্রপ্রদেশের বিদ্যুৎ গ্রাহক দেন ২০৩ টাকা, বিহারের গ্রাহক দেন ৩১৭ টাকা, ঝাড়খন্ডে ১৭৫ টাকা, তামিলনাড়ু ১৫০ টাকা আর পশ্চিমবাংলাতে কলকাতার গ্রাহকদের দিতে হয় ৫৯৭ টাকা আর অন্য জেলার গ্রাহকদের দিতে হয় আরও বেশি ৬২৩ টাকা। আবার কলকাতায় সি ই এস সি এলাকার গ্রাহকদের ক্ষেত্রে চলছে এক অদ্ভুত বৈষম্য। রাজ্য বন্টন কোম্পানির এলাকায় গরিব, নিম্নবিত্ত গ্রাহকদের জন্য ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত যৎসামান্য ভর্তুকি দেওয়া হলেও প্রাইভেট কোম্পানি সি ই এস সি-র এলাকায় লক্ষ লক্ষ গরিব গ্রাহকদের জন্য কোন ভর্তুকিই দেওয়া হয় না। আমাদের দাবি কলকাতাতেও গরিব গ্রাহকদের একইভাবে ভর্তুকি দিতে হবে।

অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলো সরকারের কোষাগার থেকে বিরাট অংকের টাকা ভর্তুকি দিয়ে তাদের রাজ্যে বিদ্যুতের দাম গরিব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তদের জন্য ন্যূনতম রেখেছে। পশ্চিমবাংলাতে অ্যাবেকা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে মাশুল ৫০ শতাংশ কমানোর কথা, যার জন্য রাজ্য সরকারকে তার কোষাগার থেকে কোনও ভর্তুকি দিতে হবে না, বিদ্যুৎ কোম্পানির লাভ ১৬.৫ শতাংশের এক পয়সা কমাতে হবে না, শুধুমাত্র গত ২০১৬ - ১৭, ২০১৭- ১৮ বর্ষে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছ থেকে কেটে নেওয়া প্রায় ৮৫৩৯.১৪ কোটি টাকা, যা কোম্পানিকে খরচ করতে হয়নি, কোম্পানিগুলোর সাশ্রয় হয়েছে, সেই টাকা গ্রাহকদের ফেরত দিলেই দাম ৫০ শতাংশ কমে যাবে। কীসের ভিত্তিতে অ্যাবেকা এ কথা বলছে। ২০১৬ সাল থেকে কয়লার দাম ৪০ শতাংশ কমেছে, কয়লার উপর জি এস টি কমেছে ৭ শতাংশ এবং কোম্পানির কারগরি ও বাণিজ্যিক ক্ষতি কমেছে ২ শতাংশ। তা সত্ত্বেও দাম ৫০ শতাংশ কমানো হচ্ছে না শুধুমাত্র গ্রাহকদের পকেট কেটে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের পাইয়ে দেওয়ার জন্য।

জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহকে পরিষেবা হিসাবে দেখার বদলে বিদ্যুৎকে বাজারের পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। তাই একদিকে বছর বছর মাশুল বাড়ছে আর অন্যদিকে বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সংসদে আনা হচ্ছে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ (সংশোধনী) ২০১৮ নামক চূড়ান্ত স্বৈরাচারী বিল। যেখানে প্রস্তাব আছে বৃহৎ বিদ্যুৎ গ্রাহক তথা শিল্পপতিদের জন্য দাম কমিয়ে ছোট গ্রাহক তথা গৃহস্থ, ক্ষুদ্র, শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে দাম বাড়িয়ে সকলে দাম সমান করা হবে। প্রস্তাব আছে, কোম্পানি পরিষেবা সঠিক না দিলে বর্তমানে দিনে ৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে বিদ্যুৎ বিলের মাত্র ১০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার। এর ফলে এখন যতটুকুও পরিষেবা পাওয়া যায় এই বিল আইনে পরিণত হলে সেটা তলানিতে গিয়ে ঠেকবে, কিন্তু দাম ও আক্রমণ বাড়বে।

প্রস্তাব আছে, এই কাজ করা হবে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যতটুকু নিরপেক্ষতা আছে তাকে হরণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার মধ্য দিয়ে। এছাড়া প্রস্তাব আছে 'বন্টন' পর্যায়কে ভেঙে নতুন এক 'সাপ্লাই' পর্যায় সৃষ্টি করে মুনাফার 'গ্যারান্টি' দিয়ে সেখানে প্রাইভেট কোম্পানি, তাদের কন্ট্রাক্টর, ফ্রান্সাইজি ও ট্রেডারদের ব্যবসা করার উন্মুক্ত পরিসর দেওয়া হবে সীমাহীন। দেশজুড়ে সাপ্লাই ক্ষেত্রে সরকারি ভুমিকা সংকুচিত করে মূলত প্রাইভেট বিদ্যুৎ-ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হবে, যার ফল হবে মাশুলবৃদ্ধি, বাড়বে কন্ট্রাক্টর-রাজ, জনগণের দুর্ভোগ হবে সীমাহীন। কোনও গণতান্ত্রিক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতের নাগরিক একে সমর্থন করতে পারে না। অ্যাবেকা এই বিল প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে। নির্বাচনী প্রার্থীরা এই বিলের বিরোধিতা না করলে তাদের বয়কট করার আহ্বান জানাচ্ছে।

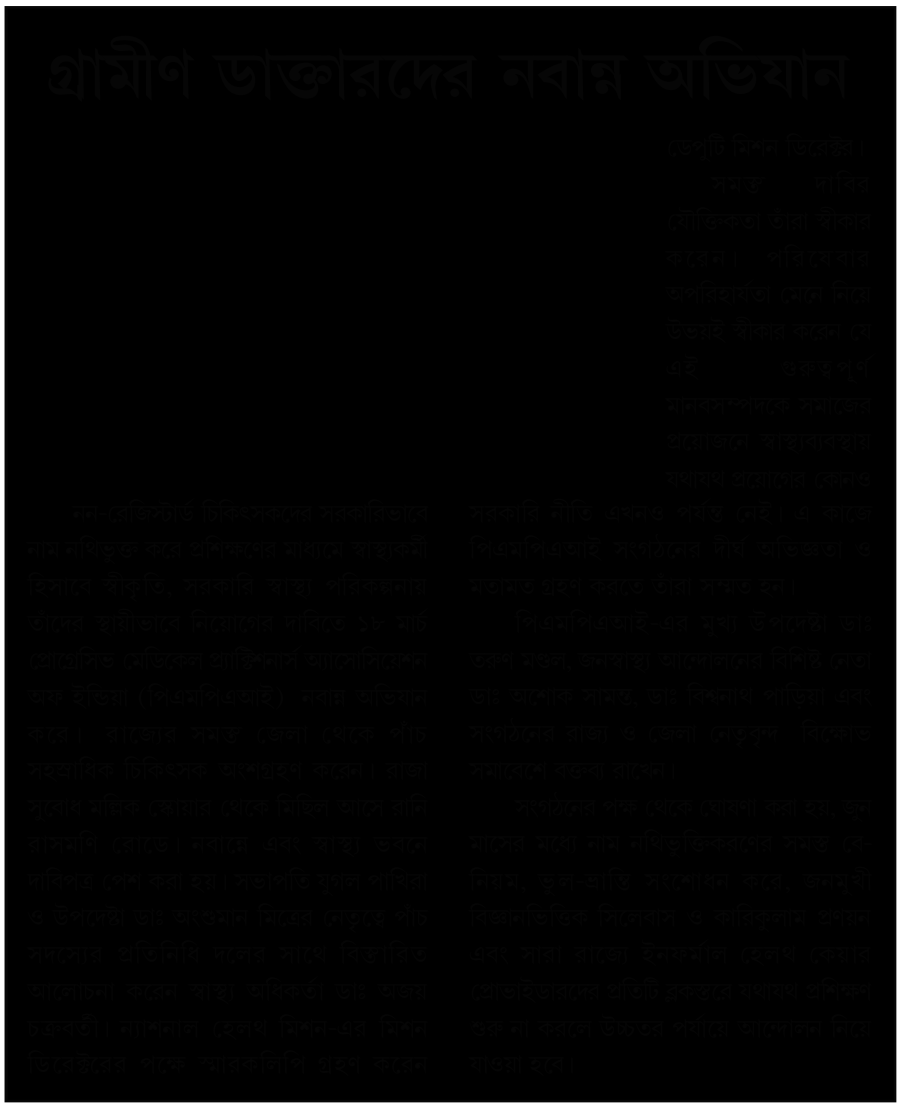

কমসোমলের বর্ধিত রাজ্য কাউন্সিল সভা

এস ইউ সি আই (সি)-র কিশোর সংগঠন কমসোমলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির বর্ধিত কাউন্সিলের সভা ১৮-১৯ মার্চ জয়নগরে অনুষ্ঠিত হয়। ৯৪ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিল। ১৮ মার্চ বিকেলে রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদানের পর কমসোমল সঙ্গীত এবং শিবদাস ঘোষ স্মৃতি সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন দলের পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার।

পূর্বতন সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর লেখা 'কমসোমল' এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের 'কিশোরদের প্রতি' বই দুটি থেকে উত্থাপিত প্রশ্নই ছিল আলোচ্য বিষয়। নানা প্রশ্নের উপর ৩৫ জন কমসোমল সদস্য আলোচনা করেন। প্রশ্ন-পাল্টা প্রশ্নের ভিত্তিতে জানা বোঝার স্তর উন্নত করাই এর উদ্দেশ্য। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কমল সাঁই। কমসোমল সদস্যদের সত্যিকারের বিপ্লবী হিসাবে গড়ে উঠতে গেলে অবশ্যকরণীয় যে যে কাজগুলি করা দরকার— সে সম্পর্কে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত।

উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস সান্টু গুপ্ত, নন্দ কুণ্ডু, সুজাতা ব্যানার্জী। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মাদার আলি নস্কর এবং এ আই ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ।

বোটানিক গার্ডেন রক্ষণাবেক্ষণের দাবি

হাওড়ার শিবপুরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের জলাশয়গুলিতে জল দূষিত হয়ে মাছের মড়ক লেগেছে। রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা না নেওয়ায় পরপর তিনবার মড়ক ঘটল। কর্তৃপক্ষের এই উদাসীনতার প্রতিবাদে ১৮ মার্চ উদ্যানের মূল ফটকের সামনে প্রতিবাদ সভা করে বোটানিক গার্ডেন রোড ডেইলি ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশন। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী স্মরজিৎ রায়চৌধুরী ও অন্যান্যরা। বোটানিক গার্ডেনকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর দাবি ওঠে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

দেশ জুড়ে ভগৎ সিং স্মরণ

"সব থেকে ক্ষতিকর হল অন্ধবিশ্বাস। এ জিনিস মস্তিষ্ককে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এবং মানুষকে করে বিপথগামী।... সমস্ত সনাতন ধ্যানধারণাকেই চ্যালেঞ্জ করতে হবে। যুক্তিতর্কের শাণিত আক্রমণের মুখে যদি দাঁড়াতে না পারে তবে তাকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে।"
(কেন আমি নাস্তিক)

কাজিপাড়া, হাওড়া

আমেদাবাদ, গুজরাট

২৩ মার্চ শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং এবং শহিদ শুকদেব ও রাজগুরুর ৮৮তম আত্মবলিদান দিবস সারা দেশ জুড়ে পালন করল ডিএসও-ডিওয়াইও-এমএসএস। এই উপলক্ষে দেশের প্রতিটি রাজ্যের রাজধানী ও গুরুত্বপূর্ণ শহরের রাস্তা, এমনকী গ্রাম-গঞ্জেও অসংখ্য স্মরণ অনুষ্ঠান হয়। পুদুচরিতে শহিদ ভগৎ সিং স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র-যুব কর্মীরা ভগৎ সিংয়ের উদ্ধৃতি সংবলিত প্রতিকৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাড়ায় পাড়ায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। এই মহান শহিদের জীবন ও চিন্তা নিয়ে আলোচনা সভা। তাঁর লেখা থেকে পাঠ, ফিল্ম শো ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয়। আজ দেশজুড়ে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে এবং শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে ছাত্র সমাজের কাছে ভগৎ সিংয়ের জীবন ও চিন্তার চর্চা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংগঠনগুলি আহ্বান জানায়। নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, গুরুদ্বার প্রভৃতি সংস্থাও শহিদদের শ্রদ্ধা জানান। লক্ষ্যনীয় যে, এই উদ্যোগে বহু মানুষ সাড়া দিয়েছেন।

বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের কেন্দ্রীয় সংবর্ধনা

২৪ মার্চ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরোজিও হলে ২০১৮ সালের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ আয়োজিত চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার সফল ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা এবং বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস, সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমল কুমার মুখোপাধ্যায়। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বোর্ডের কর্মকর্তা অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রদীপ দত্ত, অজিত হোড়, অধ্যাপক তরুণ কান্তি নস্কর, পর্ষদ সম্পাদক রতন লস্কর এবং কোষাধ্যক্ষ তপন সামন্ত প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বিশ্বপতি মুখোপাধ্যায় ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ রতিকান্ত ত্রিপাঠী।

এবছর প্রথম হয়েছে কলকাতার এ ডি ব্লক প্রাইমারি স্কুলের সাবর্ণ গুচ্ছাইত। সাবর্ণ পেয়েছে সুশীল মুখার্জী স্মৃতি পদক, স্বর্ণ পদক, ১২০০ টাকার বৃত্তি এবং অভিধান। ২য় স্থানাধিকারী পূর্ব মেদিনীপুরের বারবাহারপোতা পল্লীপ্রাণ প্রাইমারি স্কুলের অনুস্মিতা খান পেয়েছে রৌপ্য পদক, ১২০০ টাকার বৃত্তি এবং অভিধান। এবছর মোট ৮২ জন পড়ুয়াকে ১২০০ টাকার রাজ্য বৃত্তি এবং ৭১৫ জনকে ৬০০ টাকার জেলা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

সুরঞ্জনবাবু তাঁর বক্তৃতায় আজকের দিনে শিক্ষার মানোন্নয়নের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার সাফল্য কামনা করেন। পার্থসারথিবাবু শিশুদের কেবল ভাল ফল করা নয়, ভালো মানুষ হওয়ার আহ্বান জানান। অমলবাবু তাঁর বক্তব্যে পূর্ববর্তী সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে যে বৃত্তি পরীক্ষা ও পাশ ফেল তুলে দেওয়া হয়েছে তার সমালোচনা করেন। কিন্তু পরিবর্তিত সরকার এখনও কেন পাশ ফেল চালু করতে পারল না তাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। অন্য সকল বক্তা অবিলম্বে সরকারি উদ্যোগে বৃত্তি পরীক্ষা ও পাশ ফেল চালুর দাবি জানান।

'দক্ষিণ দিনাজপুরে বিশ্ববিদ্যালয় চাই'
দাবি ছাত্র সম্মেলনে

প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, বাসে ছাত্র কনসেশন, জেলায় পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সহ নানা দাবিতে ১৬ মার্চ বালুরঘাটের নাট্যতীর্থে এ আই ডি এস ও-র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন, এসইউসিআই(সি)-এর জেলা সম্পাদক কমরেড গোপেশ মহন্ত। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ডাঃ মৃদুল সরকার এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বিশ্বজিৎ রায়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সহসভাপতি কমরেড দীনেশ মহন্ত। কমরেড সুয়েল রানা সরকারকে সভাপতি এবং কমরেড আলম সরকারকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৮ জনের জেলা কমিটি ও ৪১ জনের কাউন্সিল গঠিত হয়।

ধর্মের নামে অমানবিক প্রথা বন্ধের দাবি
এ আই এম এস এস-এর

মহারাষ্ট্র এবং ছত্তিশগড়ে 'গৌকর' প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এ আই এম এস এসের সাধারণ সম্পাদক কমরেড কেয়া দে ১৯ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, ভারতের কিছু রাজ্যে বিশেষত মহারাষ্ট্র এবং ছত্তিশগড়ে কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঋতুমতী মহিলাদের অপবিত্র বলে মনে করা হয়। তাঁদের 'গৌকর' নামক কোনও নির্জন স্থানে দিন কাটাতে বাধ্য করা হয়। কোনও সাহায্য-সহযোগিতা, চিকিৎসা ছাড়াই তাদের দিন কাটাতে হওয়ার ফলে প্রতিবছর বহু মহিলা অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারান।

কমরেড কেয়া দে বলেন, ২১ শতকের ভারতে আজও এমন নিষ্ঠুর প্রথা কী করে চলতে পারছে সেটাই উদ্বেগের। তিনি দাবি করেন, এই কুপ্রথা দূর করতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।

চলছে প্রার্থীদের সমর্থনে দেওয়াল লিখন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com